بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হে দেশবাসী! কোথায় সেই সেনাঅফিসার যে বলবে, ... দেশবাসীর উপর আর একটা গুলিও বরদাস্ত করা হবে না?

যালিম হাসিনা আপনাদেরকে তার দুঃশাসনের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে গোলা-বারুদ নিয়ে দমন-নিপীড়নে নেমেছে; তার কবল থেকে মুক্তির একমাত্র পথ – সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের নিকট তাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় হিযবুত তাহ্‌রীর-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুলুন

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

"... তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, এবং তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়..." [সহীহ্ মুসলিম]

এই ভূ-খন্ডের যালিম শাসক, শেখ হাসিনা কি সেইসব নিকৃষ্টতম শাসকদের কাতারের একজন নয়, হে দেশবাসী? তার শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে আপনাদের অন্তরে ও আপনাদের কথার মধ্যে তার প্রতি যে ঘৃণা, ধিক্কার ও অভিশাপ, এবং তার জুলুমের কবল থেকে মুক্তি পেতে পরাক্রমশালী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দরবারে প্রতিনিয়ত যে আকুল প্রার্থনা আপনারা করছেন তা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই। সে লাগামহীনভাবে সীমালঙ্ঘন করে একদিকে অসহনীয় জনদূর্ভোগের জন্ম দিচ্ছে, অন্যদিকে তার সরকারের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রোধ করতে কথায় কথায় জনগণের উপর গুলি চালাচ্ছে।

"যারা বিভিন্ন ভূ-খন্ডে লাগামহীনভাবে সীমালঙ্ঘন করেছিল। অতঃপর সেখানে চরম অশান্তির জন্ম দিয়েছিল।" [সূরা আল-ফাজর : ১১-১২]

হাসিনা তার বিদেশী প্রভুদের নির্দেশে পিলখানায় সেনাঅফিসারদের নৃসংশ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে তার শাসনের যাত্রা শুরু করে। তারপর সে তার প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় একের পর এক দেশবিরোধী বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, এবং এখনও অব্যাহত রেখেছে। এবং জনগণের তত্ত্বাবধানে ব্যর্থতা এবং তাদের সম্পদ লুটপাটের ক্ষেত্রে তার সরকার খালেদা জিয়ার সরকারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে। উপরন্তু, আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাঃ) ও মুসলিমদের প্রতি তার খোদাদ্রোহী সরকারের ঘৃণা এবং বিদ্বেষ সকল মাত্রা ছাড়িয়ে তার সরকারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যে রূপ নেয়।

অতঃপর যখন তার এবং তার সরকারের বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করলো, তখন সে তার দুঃশাসনের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে গোলা-বারুদ দিয়ে নির্মমভাবে জনগণের উপর দমন-নিপীড়ন ও বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন করছে। সরকারের সমালোচনাকারীদের প্রতিনিয়ত গুম এবং গ্রেফতার করছে, এবং সাধারণ কোনো ন্যায্য দাবিতে কিংবা তার সরকারের সীমালঙ্ঘনকারী কর্মকান্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত যেকোনো জনসমাবেশের উপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। তার নীতি হচ্ছে – "কোনো দাবি চলবে না, প্রতিবাদ করা যাবে না"। জনগণের মধ্যে তার শাসনের পক্ষে কোন সমর্থন নাই জেনে, জনগণকে তার শাসনের কাছে বশীভূত করে অপদস্থ করতে হাসিনা নির্দয় থেকে নির্দয়তর হচ্ছে, এবং জনগণের রক্ত তার কাছে এতটাই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

হে মুসলিমগণ!

এটা আপনাদের তক্বদীর নয়; হাসিনা কিংবা তার বিরোধী পক্ষ খালেদা জিয়ার মতো শাসক দ্বারা যুগ-যুগ ধরে শাসিত হওয়া আপনাদের তক্বদীর নয়। মুসলিমদের জন্য শ্রেষ্ঠ শাসকদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন,

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক তারা যাদেরকে তোমরা ভালবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, এবং তোমরা তাদের জন্য দু'আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে..." [সহীহ্ মুসলিম]

এবং এটা সীমাবদ্ধ নয়; জনগণের প্রতি যত্নশীল ও সদয়, এবং জনগণের জন্য আল্লাহ্'র দরবারে ফরিয়াদকারী আবু বকর-উমর (রা.)-এর মতো শাসক পাওয়া শুধুমাত্র সাহাবীদের (রা.) সময়কার মুসলিমদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। হাদিসটি এমনটি বলে না কিংবা কোনো সময়সীমাও নির্দিষ্ট করে না। উপরন্তু, অন্যান্য হাদিস এটা নিশ্চিত করে যে অতিসত্ত্বর মুসলিমরা দ্বিতীয় খিলাফাহ্ রাশেদাহ্ দ্বারা শাসিত হবে, যে রাষ্ট্র বর্তমান যালিম শাসকদের মতো জনগণের শত্রু হয়ে নয় বরং জনগণের প্রতি যত্নশীল, সদয় এবং তাদের অভিভাবক হয়ে শাসন করবে। এবং তখন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়বিচার ছড়িয়ে পড়বে, পৃথিবী রিযিক এবং অঢেল নিয়ামতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, এবং উম্মাহ্ তার হারানো গৌরব ও সম্মান ফিরে পাবে।

এবং বিষয়টি ঠিক এমনই ঘটবে, হে মুসলিমগণ, যদি আপনারা বর্তমান দূরাবস্থা পরিবর্তনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার প্রথমটি হলো, যেমনিভাবে আপনারা হাসিনার উপর অভিশাপ ও ঘৃণা বর্ষণ করেন, ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান কুফর শাসনব্যবস্থাকে অভিশাপ ও ঘৃণাভরে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সকল আহ্বান এবং আহ্বানকারীদেরকে, এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোয় থেকে যারা নিজেদেরকে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের পরিত্যাগ করতে হবে। এই দুষিত পঁচা গণতন্ত্রই হাসিনার মতো ব্যক্তিদের রাজনীতিতে ঢুকে একে কুলষিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছে। সুতরাং যদি একটি সর্বজনগৃহিত তথাকথিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে যদি হাসিনা পরাজিতও হয়, আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে তার প্রতিস্থাপনকারী তার চেয়ে ভালো কেউ হবে না, এবং অতঃপর যথারীতি আরেকটি নির্বাচনের মাধ্যমে হাসিনা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসবে। হে দেশবাসী, এই সার্কাস বন্ধ করুন, জেনে বুঝে আপনাদের নিজের হাতে এসব পথভ্রষ্ট সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষমতায় বসানো বন্ধ করুন!

দ্বিতীয়ত, দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সকল প্রকার বিদেশী হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করুন, এবং আরেকটি নির্বাচনের জন্য যারা বিদেশীদের পক্ষ থেকে চাপপ্রয়োগ ও হস্তক্ষেপের কথা বলে তাদেরকে রুখে দাঁড়ান। আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ, বিশেষতঃ মার্কিন-বৃটেন-ভারতের হস্তক্ষেপ হলো সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ব্যাপার, এবং তারাই আজকের অবস্থার জন্য দায়ী। তারাই কি হাসিনা এবং খালেদার মদদদাতা নয়? সুতরাং বুদ্ধিজীবি কিংবা রাজনীতিবিদের লেবাসে যারা বিদেশীদের হস্তক্ষেপ আহ্বান করে তারা চিন্তাশূণ্য, অজ্ঞ কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের নিকৃষ্ট দালাল ছাড়া আর কি হতে পারে?

তৃতীয়ত, হাসিনা এবং তার কুফর সরকারের বিরুদ্ধে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নেতৃত্বে রাজনৈতিক সংগ্রাম করুন। যালিম হাসিনার বিরুদ্ধে চুপ থাকবেন না, নতুবা তার নৃসংশতা দিন দিন বাড়তেই থাকবে। উপরন্তু, যালিম

শাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম আপনাদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব:

"আল্লাহ্'র কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎকাজে বাধা দিবে, এবং যালিম শাসকের অত্যাচারী হাতকে প্রতিহত করবে, এবং তাকে সত্য (ইসলাম) প্রতিষ্ঠায় এবং সত্যের (ইসলাম) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করবে।" [আবু দাউদ ও তিরমিযি]

সর্বোপরি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শেখ হাসিনাকে অপসারণ করে ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারদের আহ্বান করতে হবে। আপনাদের পিতা-ভাই-সন্তান-ভ্রাতুষ্পুত্র-ভগ্নিপুত্র-বন্ধু-পরিচিতজনদের মধ্যে যারা সেনাঅফিসার, তারা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং জনগণের প্রতি একটি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে এখনও ঋণী আছেন। সুতরাং তাদের নিকট দাবি তুলুন যেন তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। একমাত্র তাদের নুসরাহ্ (সামরিক সক্ষমতা) দ্বারাই হাসিনা এবং বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে অপসারণ করা সম্ভব। নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারদেরকে পক্ষ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করুন, তাদেরকে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ ত্যাগ করিয়ে জনগণের পক্ষ অবলম্বন করানোই সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের নিশ্চিত পথ। এবং তারা একাজ করবে নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার জন্য নয় বরং নিষ্ঠাবান-সচেতন রাজনীতিবিদদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, সেইসব রাজনীতিবিদ, যারা রাষ্ট্রকে একটি নতুন ভিত্তি, ইসলামী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এবং বাংলাদেশকে খিলাফত রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করবে। এইসব নিষ্ঠাবান-সচেতন রাজনীতিবিদগণ, যারা জানেন কিভাবে কুর'আন-সুন্নাহ্ অনুযায়ী জনগণের সমস্যার সমাধান করতে হয়, দেশকে কিভাবে শিল্পোন্নত করতে হয় এবং আঞ্চলিক-বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে হয়, তারা **হিযবুত তাহ্রীর** ছাড়া আর কোন দলের মধ্যে বিদ্যমান নাই; একসাথে এই দুটি গুণাবলীর সমন্বয় – নিষ্ঠা এবং চিন্তার গভীরতা – অন্যকোন দলের মধ্যে বিদ্যমান নাই। প্রকৃতপক্ষে, **হিযবুত তাহ্রীর**-এর আমীর শেখ আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতা এবং **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সদস্যরা হচ্ছেন সচেতন রাজনীতিবিদ, যারা আপনাদের প্রতি আন্তরিক, যত্নশীল ও সদয়, আপনাদেরকে ভালবাসে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাদের কল্যাণ কামনা করে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র দরবারে ক্রন্দন এবং দু'আ করেন।

সুতরাং যেসব সেনাঅফিসারগণ আপনাদের পরিচিত এবং যাদের সাথে আপনাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তাদের কাছে শেখ হাসিনাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। এবং যদি আপনারা তা করেন তবে এই মহান কাজের জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের এবং তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করবেন, ইনশা'আল্লাহ্। ঠিক যেভাবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মদীনায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদানকারী আনসার (রা.) এবং তাঁদের পরিবারগণকে সম্মানিত করেছিলেন।

হে নিষ্ঠাবান সেনাঅফিসারগণ, ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ!

খিলাফতের প্রত্যাবর্তন একটি অনিবার্য ব্যাপার, এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত বিষয় এবং এর আশু আগমন অবশ্যম্ভাবী, ইনশা'আল্লাহ্। কিন্তু এটা আসমান হতে পড়বে না। সুতরাং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্ন হচ্ছে কার মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খিলাফতের প্রত্যাবর্তন ঘটাবেন এবং তদনুসারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে সম্মানিত করবেন। আপনাদের মধ্যে কে আছেন যিনি এই সম্মানে ভূষিত হতে চান; শাসনব্যবস্থায় ইসলামের প্রত্যাবর্তন ও এই যুলুম হতে জনগণের মুক্তির উসিলা হতে চান? আপনাদের মধ্যে কার সেই সাহস আছে, যা যেকোনো সেনাঅফিসারের মধ্যে থাকার কথা, যিনি ইসলাম এবং জনগণের সমর্থনকারী হবেন? আমরা এই বিষয়ে পূর্ণ অবগত যে সরকার "সংবিধান রক্ষা" এবং অন্যান্য অন্তঃসারশূণ্য নীতিবাক্য দ্বারা আপনাদেরকে দীক্ষা দিচ্ছে, হাসিনা এবং সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল থাকা ছাড়া যার আর কোন অর্থ নাই। তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, তাঁর রাসূল (সাঃ) এবং জনগণের প্রতি আপনাদের আনুগত্যের কি হবে? জনগণের শরীর থেকে যে রক্ত ঝরছে তারই বা কি হবে? আপনাদের মধ্যে কি এমন একজন সেনাঅফিসারও নাই যে বলবে, 'যালিম পিতার যালিম কন্যা এই হাসিনা এবং তার দুষ্কর্মের সহযোগীদের কর্তৃক দেশবাসীর উপর আর একটা গুলিও বরদাস্ত করা হবেনা?' হে অফিসারবৃন্দ! আর দেরি করবেন না, সাড়া দিন; আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালন করুন, এবং জনগণের আহ্বানে সাড়া দিন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কৃত ওয়াদা পূরণের মাধ্যম হয়ে যান; শেখ হাসিনাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। আশা করা যায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আনসার (রা.) ও তাঁদের পরিবারদের মতো আপনাদের ও আপনাদের পবিবারদেরকেও দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করবেন।

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসেক।"
[সূরা আন-নূর : ৫৫]

১৩ সফর, ১৪৩৬ হিজরী
০৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info | PeoplesDemandBD2

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য:
০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ | htmedia.bd | htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর ফেসবুক লিংক:
https://www.facebook.com/Ata.AbualRashtah

হিযবুত তাহ্রীর
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ